TRANSLATION DEPARTMENT
(DAWAT-E-ISLAMI)

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৮০
WEEKLY BOOKLET-480



আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব
"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" থেকে একটি অংশ

প্রাণী ও জিনের ঘটনাবলী

উজ্জ্বল সাপ	০৩	বাগানের জিন	০৭
উট কাবার তাওয়াফ করলো	১৭	কবুতরগুলোর মাহবুবের দরবারের প্রতি ভালোবাসা	২০

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রাণী ও জিনের ঘটনাবলী (১)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা "প্রাণী ও জিনের ঘটনাবলী" পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে বিষাক্ত প্রাণী ও মন্দ জিন থেকে হেফাযত করো এবং তাকে তার বাবা-মা সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।
اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার বাহিরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন আমিও পিছনে পিছনে গেলাম। হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদাবনত হলেন, সিজদা এতটাই দীর্ঘ করলেন যে, আমার সন্দেহ হলো যে, আল্লাহ পাক রুহ মোবারক কবজ করে নিলেন কি-না। অতঃপর আমি কাছে গিয়ে গভীরভাবে দেখতে লাগলাম, যখন মাথা মোবারক উত্তোলন করলেন তখন ইরশাদ করলেন: হে আব্দুর রহমান! কী হলো? আমি আমার উদ্বিগ্নতাটা প্রকাশ করলাম, তখন তিনি ইরশাদ করলেন: জিবরাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে বললেন: আপনাকে কি এই

১. এই বিষয়বস্তুটি আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "আশিকানে রাসূল কি ১৩০ হিকায়াত" এর ১৬৬ -১৮৪ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

কথা আনন্দিত করে না যে, আল্লাহ পাক বলেন, যে আপনার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে আমি তার উপর রহমত নাযিল করবো আর যে আপনার উপর সালাম পাঠাবে আমি তার উপর শান্তি অবতীর্ণ করবো।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১/৪০৬, হাদিস: ১১৬৬২)

زمانے والے سنائیں، دُرودِ پاک پڑھو　　جہاں کے غم جو رُلائیں، دُرودِ پاک پڑھو

যামানে ওয়ালে সাতায়েঁ দুরুদে পাক পড়হো
জাহাঁ কে গম জো রোলায়ে দুরুদে পাক পড়হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাবা শরীফের তাওয়াফকারিনী মহিলা জিন

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার কিছু মহিলাকে তাওয়াফ করতে দেখে আমি আশ্চর্য্যের দূর্বিপাকে পড়ে গেলাম (কারণ তারা সচরাচর মহিলাদের মতো ছিলো না)। যখন তারা অবসর হলো তখন বাহিরে বের হয়ে গেলো। একপর্যায়ে একটি বিরান জঙ্গলে ঢুকে গেলো। সেখানে কিছু বয়স্ক ব্যক্তি ছিলো, তারা আমার কাছে জিজ্ঞেস করলো: হে ইবনে যুবাইর! আপনি এখানে কিভাবে আসলেন? আমি জবাব না দিয়ে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কারা? তারা বললো, আমরা জিন জাতি। আমি (তাঁদের) অনুসরণ করার কথা এবং এর কারণ ব্যক্ত করলাম। তারা বললো: এরা হলো আমাদের মহিলা (অর্থাৎ মহিলা জিন)। হে ইবনে যুবাইর! আপনি খাবারের মধ্যে কী পছন্দ করেন? আমি বললাম, তাজা পাকা খেজুর। অথচ সেই সময় মক্কা শরীফে তাজা খেজুরের কোন নাম নিশানাও ছিলো না। কিন্তু তারা আমার

www.dawateislami.net

সামনে তাজা পাকা খেজুর নিয়ে আসলো। যখন আমি খেয়ে নিলাম তখন বললো: যা বেঁচে গেছে তা সাথে করে নিয়ে যান। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি সেই বেঁচে যাওয়া খেজুর নিলাম এবং ঘরে নিয়ে আসলাম। (লকতুল মারজান ফি আহকামিল জান, পৃ: ২৪৭)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

غمِ حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائیں ۔۔۔ تری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یارب

গমে হায়াত আভি রাহাতোঁ মে ঢল যায়ে
তেরি আতা কা ইশারা জো হো গেয়া ইয়া রব

(ওয়াসাইলে বখশিশ, পৃ: ৯৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উজ্জ্বল সাপ

হযরত আতা বিন আবি রাবাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিলেন, একটি সাদা ও কালো রঙের উজ্জ্বল সাপ আসলো, সে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করলো এরপর মকামে ইব্রাহীমের কাছে আসলো আর যেন নামায আদায় করছে, তখন আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: হে সাপ! সম্ভবত তুমি ওমরার আরকান পূর্ণ করে নিয়েছো আর এখন আমি তোমার ব্যাপারে এখানকার অবুঝ লোকদেরকে ভয় করছি (অর্থাৎ কখনো যেন তোমাকে আসল সাপ মনে করে হত্যা করে না ফেলে সুতরাং তুমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও) অতঃপর সে

www.dawateislami.net

ঘুরলো এবং আসমানের দিকে উড়ে গেলো।

(লকতুল মারজান ফি আহকামিল জান, পৃ: ১০১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

کر دے حج کا شَرَف عطا یاربّ　　سبز گنبد بھی دے دِکھا یاربّ
یہ تِری ہی تو ہے عنایت کہ　　مجھ کو مکے بُلا لیا یاربّ

কারদে হজ্জ কা শরফ আতা ইয়া রব　　সবজে গুম্বদ ভি দে দিখা ইয়া রব
ইয়ে তেরিহি তো হে ইনায়াত কে　　মুঝকো মক্কে বুলা লিয়া ইয়া রব।

(ওয়াসাইলে বখশিশ, পৃ: ৮৭)

সাপের বেশে জিন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলো

হযরত আবু যুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বায়তুল্লাহ শরীফের একেবারে কাছাকাছি বসেছিলেন, ইরাকি দরজা দিয়ে হঠাৎ একটি সাপ প্রবেশ করলো এবং খানায়ে কাবার তাওয়াফ করলো এরপর হাজরে আসওয়াদের পাশে আসলো এবং সেটা চুম্বন করলো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে বললেন: হে জিন! এখন তুমি তোমার ওমরা আদায় করে নিয়েছো, আমাদের বাচ্চারা ভীতসন্ত্রস্ত, সুতরাং এখন তুমি ফিরে যাও। অতঃপর সে যে দিক থেকে এসেছিলো সেই দিক দিয়েই পুনরায় ফিরে গেলো।

(লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান, পৃ: ১০০)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

www.dawateislami.net

شَرَف دے حج کا مجھے بَہرِ مصطفٰے یاربّ روانہ سُوئے مدینہ ہو قافلہ یاربّ

শারাফ দে হজ্জ্ব কা মুঝে বাহরে মুস্তফা ইয়া রব-
রাওয়ানা সুয়ে মদীনা হো কাফেলা ইয়া রব।

(ওয়াসাইলে বখশিশ, পৃ: ৯৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পানির দিকে পথপ্রদর্শনকারী জিন

মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতের সময় আশেকানে রাসূলের একটি কাফেলা হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে বের হলো, পথিমধ্যে তাদের পিপাসা লাগলো, একটি কূপ দেখতে পেলো কিন্তু সেটার পানি ছিল লবনাক্ত। সুতরাং তারা সামনে অগ্রসর হলো, এক পর্যায়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলো কিন্তু পানি পাওয়া গেলো না। সারারাত কাফেলা চলতে লাগলো একপর্যায়ে একটি খেজুর গাছের কাছে গিয়ে পৌঁছালো, হঠাৎ একজন কালো মোটা লোক প্রকাশিত হলো, সে বললো: হে কাফেলার লোকেরা! আমি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তার উচিত সে মুসলমান ভাইদের জন্য সেটাই পছন্দ করবে যেটা নিজের জন্য পছন্দ করে এবং মুসলমান ভাইদের জন্য ওই জিনিস অপছন্দ করবে যেটা নিজের জন্য অপছন্দ করে। তোমরা এখান থেকে সামনে অগ্রসর হও, একটি টিলা পাবে এরপর নিজের ডান দিকের মোড়ে যাবে সেখানে তোমরা পানি পেয়ে যাবে। তাদের মধ্যে কেউ একজন বললো, আল্লাহ পাকের শপথ! আমার ধারণা মতে এ হলো শয়তান, অপরজন খন্ডন করে বললেন, শয়তান এই ধরনের কথা বলেন না, এটা কোন মুসলমান জিন। যাইহোক,

www.dawateislami.net

ওই সব লোকেরা পথ চলা শুরা করলো এবং ওই জিনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী পানি পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। (লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান, পৃ: ১০৯)

کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دیدیا ورنہ
کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ

কিসি কে হাত নে মুঝকো সাহারা দে দিয়া-ওয়ারা না
কাহা মাই আউর কাহা ইয়ে রাস্তে পেঁচিদা পেঁচিদা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হজ্জ কাফেলার রহস্যময় যুবক

শাহান শাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার তাঁর মুরিদদের কাফেলা নিয়ে হজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন, যখন এই কাফেলা কোনো গন্তব্যে অবস্থান করতো তখন সাদা কাপড় পরিহিত এক রহস্যময় যুবক কোথা থেকে চলে আসতো। সে তাদের সাথে পানাহার করতো না, হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মুরিদদেরকে অসীয়ত (তাকিদ) করতেন যে, তারা যেনো এই যুবকের সাথে কথাবার্তা না বলে। কাফেলা মক্কা মোকাররমায় প্রবেশ করলো এবং একটি ঘরে অবস্থান নিলো। যখন এই হাজীরা ঘর থেকে বের হতো তখন ওই রহস্যময় যুবক ঘরে প্রবেশ করতো এবং যখন তারা প্রবেশ করতো তখন সে বাহিরে বের হয়ে যেতো। একবার সবাই বের হয়ে গেলো কিন্তু কাফেলার এক হাজী সাহেব শৌচাগারে (wash room) রয়ে গেলো। ওই মূহুর্তেই সেই রহস্যময় যুবক ঘরে প্রবেশ করলো তখন সে কাউকে দেখতে পেলো না। সে থলে খুললো এবং একটি আধা পাকা খেজুর বের

www.dawateislami.net

করে খেতে লাগলো। যখন ওই হাজী সাহেব শৌচাগার থেকে বের হলো এবং সে রহস্যময় যুবককে দেখলো তখন সে সেখান থেকে চলে গেলো। এরপর সে আর কখনো কাফেলার লোকদের নিকট আসেনি। যখন হাজী সাহেব সারকারে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এই আশ্চর্যজনক বিষয়ের সংবাদ দিলো তখন তিনি বললেন, এই রহস্যময় যুবক ওই সকল জীনদের অন্তর্ভুক্ত যারা রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে কুরআন মাজীদ শোনেছে। **(লকতুল মারজান, পৃ: ২৩৯)**

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

جِنّ و انسان و ملک کو ہے بھروسا تیرا سَروَرا مَرجعِ کُل ہے درِ والا تیرا

জিন ও ইনসান ও মালাক কো হে ভরোসা তেরা-
সরওয়ারা মারজায়ে কুল হে দারে ওয়ালা তেরা

(যওকে নাত, পৃ: ২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাগানের জিন

হযরত আবু ইসহাক ইব্রাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের কাফেলা হেরেমের দিকে রওয়ানা ছিলো, কোন কারণে আমি কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম এবং ধারাবাহিক তিন দিন তিন রাত চলতে থাকলাম, ওই সময় না আমার ক্ষুধা লেগেছে আর না পিপাসা, না কোন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পড়েছে। অবশেষে আমি এক সবুজ শ্যামল সুন্দর বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম, সেখানে অনেকগুলো ফলের গাছ ছিলো, চতুর্দিকে

www.dawateislami.net

সুগন্ধিময় ফুল ফুঠেছে এবং মাঝখানে একটি ছোট্ট পুকুর ছিল। আমি মনে মনে বললাম, এটাতো জান্নাতের মতো, হঠাৎ উন্নত কাপড়ের পাগড়ি পরিহিত ব্যক্তিদের একটি দল এলো, তারা আমাকে সালাম দিলো, আমি জবাব দিলাম, আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, এরা জিন ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ এই ভূখন্ডটাই অদ্ভুত ও রহস্যময়। এমন সময় তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, আমরা হলাম জিন সম্প্রদায়, আমাদের পরস্পরের মাঝে একটি মতভেদ দেখা দিয়েছে। আমরা লাইলাতুল জিনে (জিনের রাতে)সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্রাট صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জবান থেকে আল্লাহর পবিত্র কালাম শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আর ওই পবিত্র কালামের কারণে দুনিয়ার সমস্ত কাজ আমাদের থেকে নেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এই জংগলে এই পুকুরটি আমাদের আবাসস্থল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি আমার হজ্জের কাফেলা যেখানে ছেড়েছি ওই জায়গাটি এখান থেকে কত দূর? এটা শোনে একজন হাসলো আর বলতে লাগলো, হে আবু ইসহাক! রহস্য ও বিস্ময় কেবল আল্লাহ পাকেরই জন্য; আপনি এখন যেখানে আছেন, সেখানে আজ পর্যন্ত এক যুবক ব্যতীত আর কেউ আসেনি এবং সেও এখানেই ইন্তেকাল করেছে।” এ কথা বলে সে এক দিকে ইশারা করে দেখাল: “ঐ যে তার মাজার।” মাজারটি পুকুরের পাড়ে ছিল এবং তার চারপাশে এমন চমৎকার ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল ফুটে ছিল যা ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখিনি। কথা চালিয়ে নিয়ে সেই জিন বলল: “আপনার এবং কাফেলার মাঝখানে এত এত মাসের দূরত্ব রয়েছে।”। হযরত আবু ইসহাক ইব্রাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ওই জিনকে বললাম: আমাকে ওই মরহুম যুবকের ব্যাপারে কিছু বলো। তখন একজন বললো: আমরা এখানে পুকুর পাড়ে বসে

www.dawateislami.net

ভালোবাসার আলোচনা করছিলাম, আমাদের আলোচনা চলছিলো, হঠাৎ এক যুবক আমাদের কাছে আসলো এবং সালাম দিলো, আমরা সালামের জবাব দিলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে যুবক! তুমি কোথেকে এসেছো? বললো: নিশাপুরের একটি শহর থেকে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি সেখান থেকে কবে বের হয়েছিলে? সে জবাব দিলো: সাত দিন আগে, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি তোমার দেশ থেকে বের হওয়ার কারণ কী? বললো: আল্লাহ পাকের এই বানী:

وَاَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ

(পারা ২৪, সূরা: যুমার, আয়াত: ৫৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আপন প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করো এবং তার নিকট আত্মসমর্পন করো এরই পূর্বে যে, তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে, অতঃপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

আমরা তাঁর কাছে আরো কিছু প্রশ্ন করলাম যেগুলোর জবাব দিতে দিতে হঠাৎ সে একটা জোরে চিৎকার দিলো এবং তাঁর রুহ শরীর থেকে বের হয়ে গেলো। আমরা তাঁকে এখানে দাফন করে দিলাম, আর এটা হলো তাঁর মাজার (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন)। হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি মরহুম যুবকের গুণাবলী শুনে খুবই প্রভাবিত হলাম এবং ভক্তি নিয়ে মাজার শরীফের কাছে গেলাম, তখন মাথার পাশে নার্গিস ফুলের অনেক বড় একটি ফুলের তোড়া ছিলো এবং এই ইবারত (লাইন) লিখা ছিলো। هٰذَا قَبْرُ حَبِيْبِ اللهِ قَتِيْلِ الْغَيْرَةِ অর্থাৎ এটা আল্লাহ পাকের বন্ধুর কবর, তাকে আত্মমর্যাবোধে হত্যা করেছে। এবং একটি পাতার উপর "اَلْاِنَابَة" এর অর্থ লিখা ছিলো। এরপর জিন আমাকে ওই আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলো, তখন আমি বর্ণনা করলাম। সে খুবই খুশি হলো

www.dawateislami.net

এবং তাদের পরস্পরের মাঝে যে মতবিরোধ ছিলো তা চলে গেলো এবং বলতে লাগলো: আমরা আমাদের সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেয়ে গেছি। হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এরপর আমার ঘুম এসে গেলো, যখন জাগ্রত হলাম তখন (মক্কা মোকর্‌রমায়) আরামদায়ক জায়গার উপর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর মসজিদের পাশে আমি আমাকে পেলাম এবং আমার পাশে একটি ফুলের তোড়া ছিলো, যেটা এক বছর যাবৎ তাজা ছিলো, অতঃপর কিছুদিন পর সেটা নিজে নিজে অদৃশ্য হয়ে গেলো। **(লকতুল মারজান, পৃ: ২৪০)**

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

تَمَنّا ہے درختوں پر ترے روضے کے جا بیٹھے
قفس جس وقت ٹوٹے طائرِ روحِ مقید کا

তামান্না হে দরখতো পর তেরে রওজে কে যা বেয়ঠে
কফাস জিস ওয়াক্ত টুটে তায়িরে রুহে মুকাইয়্যদ কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশ্চর্য ধরণের ছোট পাখি

হযরত ওয়াহাব এবং হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর প্রত্যেক বছর হজ্জের মৌসুমে মসজিদে খাইফ শরীফের ভেতর দেখা হতো। এক রাতে যখন ভিড় কমে গিয়েছিলো এবং অধিকাংশ হাজী সাহেবরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তবে কিছু হাজী সাহেব এই দুই ভদ্র লোকের (হযরতদের)

www.dawateislami.net

সাথে ধর্মীয় আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ এক আশ্চর্য ধরণের ছোট পাখি আসলো এবং হযরত ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক পাশে হালকায় বসে গেলো এবং সালাম করলো, হযরত ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার সালামের জবাব দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কে? সে জবাব দিলো: আমি একজন মুসলমান জিন। জিজ্ঞেস করলেন: বলো কিভাবে আসলে? বললো: আপনি কি এটা পছন্দ করেন না যে, আমরা আপনার মজলিসে বসি এবং ইলম হাসিল করি, আমাদের মাঝে আপনার থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী অনেক জিন রয়েছে, আমরা আপনার সাথে অনেক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকি। যেমন: নামায, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা, জানাযার নামায এবং হজ্ব ও ওমরা ইত্যাদি এমনকি আপনার থেকে ইলম শিখি এবং কুরআনুল করীমের তিলাওয়া শুনি। (কিতাবুল হাওয়াতিফ লিইবনি আবিদ দুনিয়া, ২/৫২৬, সংখ্যা: ১৭৭)

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

عالَمِ وَجد میں رَقصاں مِرا پَر پَر ہوتا
کاش! میں گُنبدِ خضرا کا کبوتر ہوتا

আলামে ওয়াজদ মে রকসা মেরা পার পার হোতা
কাশ! মাই গুম্বদে খাজরা কা কবুতর হোতা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রাণীর ৯টি ঘটনা

হিংস্র জন্তুও অনুগত হয়ে গেলো

হযরত সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং হযরত সায়বান রায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উভয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন তাঁদের সামনে একটি জন্তু এসে গেলো। হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়বান রায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: আপনি কি এই জন্তুটিকে দেখতে পাচ্ছেন না? তখন তিনি বললেন: ভয় পাবেন না। অতঃপর হযরত সায়বান রায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার কান টেনে দিলো আর সে লেজ নাড়াতে লাগলো, হযরত সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন, এটা কি খ্যাতি নয়? তখন তিনি জবাব দিলেন: যদি আমার খ্যাতির ভয় না থাকতো তবে আমি আমার পাথেয় এর পিঠের উপর বোঝাই করে মক্কা মোকররমায় নিয়ে যেতাম। (আর রউদুল ফায়েক, পৃ: ১০৩)

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

شیر کا خطرہ کیا شیر خود کانپ اُٹھا!
سامنے جب نبی کا غلام آ گیا

শের কা খাতরা কিয়া শের খুদ কাঁপ উঠা
সামনে জাব নবী কা গুলাম আগেয়া

এটা কি খ্যাতি নয়? এর ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা سُبْحَانَ الله ! জন্তুও আল্লাহ ওয়ালাদের অনুগত হয়ে যায়। এই ঘটনায় প্রসিদ্ধ তাবেঈ বুযুর্গ অন্যতম আলিম ও মুহাদ্দিস

www.dawateislami.net

সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই প্রশ্ন করাটা ছিলো মানুষদেরকে হযরত সায়বান রায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে যশ খ্যাতির কু-ধারণা থেকে বাঁচানোর জন্য। আর এই প্রশ্নের জবাব তিনি কতই না সুন্দরভাবে দিলেন। যাই হোক এটা বড়দের কথা, এই হযরতগণ ইখলাসের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন এবং একে অপরের বাতেনী সংশোধনের খেয়ালও রাখতেন।

সিংহ রাস্তা বলে দিলো

হযরত সফিনা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রোমের যমীনে ইসলামী সৈন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এবং সেন্যের অন্বেষণে দৌড়ে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জংগল থেকে একটি সিংহ বের হয়ে তাঁর সামনে এসে গেলো, তিনি উচু আওয়াজে বললেন: يَا اَبَا الْحَارِثِ! اَنَا مَوْلٰى رَسُوْلِ الله হে আবুল হারেস! (এটা সিংহের উপনাম)আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম আর আমার বিষয়টা হলো এটা যে, আমি ইসলামী সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি এবং সৈন্যদের অন্বেষণে আছি। এটা শুনে সিংহ লেজ নেড়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলো এবং একেবারে তাঁকে পাশে নিয়ে চলতে লাগলো, এক পর্যায়ে তারা ইসলামী সৈন্যদের কাছে পৌঁছে গেলো তখন সিংহ পুনরায় ফিরে আসলো। **(মেশকাত, ২/৪০০, হাদিস: ৫৯৪৯)**

شیر کا خطرہ کیا شیر خود کانپ اٹھا!
سامنے جب نبی کا غلام آ گیا

শেরনে খতরা কিয়া শের খুদ কাঁপ উঠা
সামনে যব নবী কা গোলাম আগেয়া

www.dawateislami.net

কুরআনুল করীমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী বানরের ঘটনা

মাকতাবাতুল মদীনার ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "মালফুযাতে আলা হযরত " এর ৪৭৭-৪৭৮ পৃষ্ঠায় আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইরশাদ: একবার নাম্বে মিয়াঁ (অর্থাৎ সারকারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সবচেয়ে ছোট ভাই আল্লামা মুহাম্মদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) ছাদে কুরআনুল করীম পড়ছিলেন, সামনের দেয়ালে একটি বানর বসে ছিল। তিনি কোনো প্রয়োজনে উঠে গেলে বানরটি দৌড়ে দেয়ালের ওপর দিয়ে অন্য পাশে যেতে চাইল। কিন্তু যেইমাত্র সে কুরআনে আযীমের বরাবর (অর্থাৎ সামনে) এল, অমনি সে কুরআনে আযীমকে সিজদা করল এবং এরপর নিজের পথে চলে গেল।

چاند شَق ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں
بارَکَ اللہ مَرجَعِ عالَم یہی سرکار ہے

চান্দ শাক হো পেড় বোলে জানোওয়ার সাজদা কারে
বারাকাল্লাহ মারজায়ে আলম ইয়েহি সারকার হে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ১৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বারেগাহে রিসালাতে সাহায্য চাওয়া

একজন পাকিস্তানি হাজী সাহেব মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলেন। তিনি যে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, সেখানে একটি বিড়াল থাকত; সেটি প্রতিদিন তাঁর কাছে আসত এবং তিনি সেটিকে খুব আদর

www.dawateislami.net

করতেন। হাজী সাহেবের মনে মদীনার বিড়ালটির প্রতি গভীর মমতা জন্মেছিল এবং তিনি সেটিকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার নিয়ত করে ফেলেছিলেন। পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি একটি খাঁচারও ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। যখন মদীনা বিচ্ছেদের সেই হৃদয়বিদারক মুহূর্ত ঘনিয়ে এল এবং মদীনায় অবস্থানের শেষ রাতটি উপস্থিত হলো, তখন হাজী সাহেব বারগাহে রিসালাতে বিদায়ী সালাম পেশ করলেন এবং ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। স্বপ্নে জনাবে রিসালাত মাআব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া করলেন; জিহ্বা মুবারক স্পন্দিত হলো, রহমতের ফুল ঝরতে লাগল এবং শব্দগুলো এভাবে সজ্জিত হলো: "আপনি নিরাপত্তার সাথে বিদায় নেবেন, তবে আমার বিড়ালটিকে সাথে নিয়ে যাবেন না। সে বেশ কয়েক দিন ধরে প্রতিদিন আমার দরবারে হাজির হয়ে আরজ করছে; আমাকে বাঁচিয়ে নিন! মদীনা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। (মদীনাতুর রাসূল, পৃ: ৪১৯)

سببِ وُفُورِ رَحمت مِری بے زَبانیاں ہیں
نہ فُغاں کے ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے

সববে উফুর রহমত মেরি বে যবানিয়া হে
নাহ ফুগা কে ঢং জানু না মুঝে পুকার আয়ে

(যওকে নাত, পৃ: ২৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাহানশাহে আবরারের দরবারে হরিণীর আকুতি

সকল মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত উম্মে সালমা হতে বর্ণিত, সারকারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মরুভূমিতে ছিলেন। হঠাৎ কেউ

www.dawateislami.net

একজন ডাক দিলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মনোযোগী হয়ে দেখলেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। অতঃপর দ্বিতীয়বার দেখলেন, তখন বন্দী হওয়া এক হরিণী দেখতে পেলেন, সে আরজ করলো, অর্থাৎ اُدْنُ مِنِّیْ یَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার কাছে তাশরীফ আনুন। আল্লাহ পাকের হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাছে তাশরীফ এনে বললেন: مَاحَاجَتُكِ অর্থাৎ তোমার কী প্রয়োজন? হরিণী বললো, এই পাহাড়ে আমার দুটি বাচ্চা আছে, আপনি আমাকে খুলে দিন, আমি তাদের উভয়কে দুধ পান করিয়ে আপনার খেদমতে হাজির হয়ে যাবো। ইরশাদ করলেন: তুমি কি এমনটি করবে? হরিণী আরজ করলো, যদি আমি এমনটি না করি তবে আল্লাহ পাক আমাকে ইশারের আজাব দিক। (ইশার এমন গর্ভবতী উটনীকে বলা হয়, যার দশ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়নি এবং সেই অসহায় প্রাণীটির ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার কারণে সে যন্ত্রণায় খুব ছটফট করে ও চিৎকার করে)। অতঃপর খাতামুল মুরসালীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটিকে (অর্থাৎ হরিণীটিকে) মুক্ত করে দিলেন; সে গিয়ে তাঁর বাচ্চাদের দুধ পান করাল এবং এরপর ফিরে এল। অতঃপর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটিকে পুনরায় বেঁধে দিলেন।

এমন সময় আরাবী (মরুবাসী) ব্যক্তিটি জাগ্রত হলো এবং দেখে আরজ করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার কি কোনো প্রয়োজন আছে? তিনি ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, এই হরিণীটিকে ছেড়ে দাও। সে সেটিকে ছেড়ে দিল। হরিণীটি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছিল এবং বলছিল:

www.dawateislami.net

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰه

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল)।

(আল মুজামুল কবির, ২৩/৩৩১, হাদিস: ৭৬৩, আল খসায়িসুল কুবরা, ২/১০১)

ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد
اِسی در پر شترانِ ناشاد گلۂ رنج و عنا کرتے ہیں

হ্যাঁ, ইয়েহি করতি হে চিড়িয়াঁ ফরিইয়াদ হ্যাঁ, ইয়েহি চাহতি হে হরিণী দাদ
ইসিস দর পর শুতরানে নাশাদ গিলায়ে রঞ্জ ও ইনা করতে হ্যাঁ

(হাদাইকে বখশিশ, পৃ: ১১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

উট কাবার তাওয়াফ করলো অতঃপর.....

৮১৫ হিজরীর ঘটনা, একটি উট তার মালিক থেকে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে গেলো, এমনকি মক্কা মুকাররমা পৌঁছে সরাসরি মসজিদুল হারামে ঢুকে গেলো, মানুষ তাকে ধরার জন্য দৌড়ালো কিন্তু কেউ ধরতে পারলো না। সে কাবা শরীফের চতুর্পাশে সাতটি চক্কর দিলো এরপর হাজরে আসওয়াদে নিজের ঠোঁট রেখে দিলো, এরপর মিজাবে রহমতের সামনে দাঁড়িয়ে গেলো, তার চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো, এইভাবে কান্না করতে করতে সে মাটিতে পড়ে গেলো এবং তার রুহ বের হয়ে গেলো। মানুষ তাকে খুবই সম্মান সহকারে উঠালো এবং সাফা মারওয়ার মাঝখানে তাকে দাফন করে দিলো। (কিতাবুল হজ্জ, পৃ: ১১৪) ওই সময় বর্তমানের অবস্থা ছিলো না, সেখানে দাফন করা সম্ভব ছিলো।

www.dawateislami.net

অতঃপর শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বুস্তানুল মুহাদ্দিসীনের ২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেন: প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইমাম নাসাঈ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাফা মারওয়ার মাঝখানে দাফন হয়েছেন। (আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক)

تصدُّق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گِرد پھر پھر کر
طوافِ خانۂ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے

তাসাদ্দুক হো রহেঁ হে লাখো বান্দে গিরদ ফির ফির কর
তাওয়াফে খানায়ে কাবা আজব দিলচাসপ মাঞ্জর হে

উট প্রিয় নবীকে সিজদা করলো

গীলান বিন সালমা সাকাফী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন: আমরা এক সফরে মদীনার তাজদার صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সফরসঙ্গী ছিলাম। আমরা এক অদ্ভুত ঘটনা দেখলাম (আর তা হলো) আমরা এক গন্তব্যে অবতরণ করলাম, সেখানে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরজ করল: ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমার একটি বাগান আছে যা আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের একমাত্র জীবিকার উৎস (অর্থাৎ জীবন ধারণের অবলম্বন)। তাতে আমার দুটি 'আবকাস' (কূপ থেকে পানি উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত) উট ছিল; দুটিই এখন ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। না তারা নিজেদের কাছে আসতে দিচ্ছে, আর না বাগানে পা রাখতে দিচ্ছে; কারো সাধ্য নেই যে, তাদের কাছে যায়। হুজুর আনোয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ সহ উঠে তার বাগানে গেলেন। ইরশাদ করলেন: (দরজা) খুলে দাও। সে

www.dawateislami.net

আরজ করল: ইয়া নবীয়াল্লাহ! তাদের অবস্থা এর চেয়েও অনেক ভয়াবহ। ইরশাদ করলেন: খোলো! দরজায় কেবল নড়াচড়া লেগেছিল, অমনি উট দুটি চিৎকার করতে করতে বাতাসের বেগে তেড়ে এল। দরজা খুলল এবং যখনই তারা হুযুর আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে দেখল, তৎক্ষণাৎ সিজদায় লুটিয়ে পড়ল! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের মাথা ধরে মালিকের হাতে সোপর্দ করলেন এবং ইরশাদ করলেন: "এদের দিয়ে কাজ নাও এবং ভালোভাবে খাদ্য (ঘাস) দিও।" উপস্থিত সাহাবীগণ আরজ করলেন: ইয়া নবীয়াল্লাহ! চতুষ্পদ জন্তুরা যদি আপনাকে সিজদা করে, তবে আপনার উসিলায় আমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত তো আরও শ্রেষ্ঠ; আল্লাহ আপনার মাধ্যমে আমাদের পথভ্রষ্টতা থেকে সুপথ দেখিয়েছেন এবং আপনার পবিত্র হাতের বরকতে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের ধ্বংসাত্মক বিষয়সমূহ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তবে কি আপনি আমাদের অনুমতি দেবেন না যে, আমরা আপনাকে 'সিজদা' করি? নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সিজদা আমার জন্য নয়; তা কেবল সেই চিরঞ্জীব (সত্তা)-এর জন্য যাঁর কখনো মৃত্যু নেই। আমি যদি উম্মতের কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। (দালাইলুন নবুয়্যাহ, পৃ: ২২৮)

مَلَک و جِنّ و بشر پڑھتے ہیں کلمہ اُن کا　　جانور سنگ و شجر کرتے ہیں چرچا اُن کا

মালাক ও জিন ও বশর পড়তে কালিমা উনকা
জানোওয়ার সনগ ও শাজার করতে হে চারচা উনকা

(কাবালায়ে বখশিশ, পৃ: ৫৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মুস্তফার (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শোকে প্রাণ উৎসর্গকারী দুটি বাকহীন দুটি প্রাণী

সুলতানে দোজাহান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইন্তেকালের কারণে মানুষ ও জিনের পাশাপাশি বাকহীন প্রাণীরাও গভীর শোকাহত হয়ে পড়েছিল। ﴾১﴿ একটি গাধা যার ওপর জনাবে মাহবুবে বারী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায়ই আরোহণ করতেন শোকের আতিশয্যে অস্থির হয়ে একটি কূপে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়। ﴾২﴿ সরওয়ারে আম্বিয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর বিশেষ উস্ট্রীটিও দিদারে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত ব্যাকুল থাকতে শুরু করে; সে খাওয়া-দাওয়া বর্জন করে এবং এভাবেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। (মাদারিজুন নবুয়ত, ২য় অংশ, পৃ: ৪৪৪)

اُن کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسنؔ اُن کے در سے دُور رہ کر زندگی اچّھی نہیں

উনকে দর পর মওত আজায়ে তো জি জাউঁ হাসান
উনকে দর সে দুর রহ কর যিন্দেগী আচ্ছি নেহী

(যওকে নাত, পৃ: ১৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হেরেম শরীফের কবুতরগুলোর মাহবুবের দরবারের প্রতি ভালোবাসা

কুতবে মদীনা সায়্যিদী ও মুর্শিদী হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: একদা প্রশাসন মসজিদে নববীর হেরেম শরীফকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল

www.dawateislami.net

যে, হেরেম শরীফে কবুতরদের জন্য দানা ফেলা হবে না; এতে কবুতরগুলো খাবারের সন্ধানে অন্য জায়গায় চলে যাবে। এই নির্দেশ কার্যকর করা হলো এবং বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত দানা ফেলা হলো না। কিন্তু কবুতরগুলোর গুম্বদে খাযরার প্রতি ভালোবাসার অবস্থা এমন ছিল যে, তারা ক্ষুধায় মারা যাচ্ছিল তবুও আস্তানায়ে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। মদীনাবাসী স্বচক্ষে এই প্রেম-ভালোবাসাময় দৃশ্য অবলোকন করলেন। অতঃপর যখন বিশ্বে এই বিষয়টি জানাজানি হলো, তখন লোকজন সরকারকে টেলিগ্রাম পাঠালো এবং জোরালো দাবি জানালো; তখন সরকার পুনরায় পূর্বের ন্যায় কবুতরদের দানা দেওয়া শুরু করল।

(আনোওয়ারে কুতবে মদীনা, পৃ: ৫৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئیں تجھ کو برادر
اُن کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تُو سلام میرا رو رو کے کہنا

ওহ মদীনে কে পিয়ারে কবুতর যব নজর আয়ে তুঝ কো বিরাদর
উন কো থোড়ে সে দানা খিলা কর তু সালাম মেরা রো রো কে কেহনা

(ওয়াসাইলে বখশিশ, পৃ: ৫৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়া:.....১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
কাবা শরীফের তাওয়াফকারিনী মহিলা জিন ২
উজ্জ্বল সাপ ৩
সাপের বেশে জিন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলো ৪
পানির দিকে পথপ্রদর্শনকারী জিন.....৫
গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হজ্জ কাফেলার রহস্যময় যুবক ৬
বাগানের জিন.....৭
আশ্চর্য ধরণের ছোট পাখি ১০
প্রাণীর ৯টি ঘটনা ১২
হিংস্র জন্তুও অনুগত হয়ে গেলো.....১২
এটা কি খ্যাতি নয়? এর ব্যাখ্যা.....১২
সিংহ রাস্তা বলে দিলো ১৩
কুরআনুল করীমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী বানরের ঘটনা ১৪
বারেগাহে রিসালাতে সাহায্য চাওয়া.....১৪
শাহানশাহে আবরারের দরবারে হরিণীর আকুতি.....১৫
উট কাবার তাওয়াফ করলো অতঃপর.....১৭
উট প্রিয় নবীকে সিজদা করলো ১৮
মুস্তফার (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শোকে প্রাণ উৎসর্গকারী দুটি বাকহীন দুটি প্রাণী.....২০
হেরেম শরীফের কবুতরগুলোর মাহবুবের দরবারের প্রতি ভালোবাসা.....২০

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪৩১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০৩৩৬৫১৭

আল-ফাতাহ পণ্য সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাপড়ীপট্টি, আজাদ রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৬৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina24@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net